শিশুদের শিক্ষণ দক্ষতা বাড়াতে...

একজন ছাত্রের শিক্ষণের দক্ষতা বাড়াতে পারলে তার পরীক্ষার নম্বরও ভালো আসে। যে ছাত্রের ভালো শিক্ষণের দক্ষতা আছে সে স্বনির্ভরশীল হয়ে পড়াশোনা করতে পারে। তারা বুঝতে পারে কোন তথ্যগুলো গুরুত্বপূর্ণ এবং পুরোনো পঠিত বিষয়ের সাথে নতুন তথ্য সহজেই মিলাতে পারে। তারা আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় (চোখ, কান ইত্যাদি) ব্যবহার করে শিক্ষণের উপাদান সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে, শিক্ষণের কৌশলগুলো আয়ত্ব করতে পারে এবং বরাবর সফলতার ধারা বজায় রাখতে পারে। বাচ্চাদের শিক্ষণের দক্ষতাগুলো বাড়ানোর ক্ষেত্রে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খেয়াল করতে হবে ঃ

এক. প্রথমেই বাচ্চাদের মধ্যে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ গড়ে তোলা প্রয়োজন এবং তাদেরকে বোঝাতে হবে তাদের প্রচেষ্টা একদিন সফলতা আনবে।

দুই. তাদের পরিকল্পনা এবং গুছিয়ে পড়াশোনার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে এবং তাদের শিক্ষণের বিষয়গুলো নিয়মিত পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

তিন. বাচ্চাদের অবশ্যই শিক্ষণের প্রচলিত কৌশলগুলো জানতে হবে এবং তাদের নিজেদের জন্য কোন কৌশলটা সবচেয়ে কার্যকরী তা খুঁজে বের করতে হবে।

পড়াশোনার দক্ষতা সম্পর্কিত নিম্নোক্ত পরামর্শগুলো যুক্তরাষ্ট্রের National Association of School Psychologist কতৃর্ক প্রদত্ত পরামর্শের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।

শিক্ষণে আগ্রহী করে তোলার জন্য করণীয়

১. প্রথমেই বাচ্চাদের বোঝাতে হবে তাদের পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়ার পিছনে তাদের অবদান সবচেয়ে বেশী। এজন্য বাবা-মা বা শিক্ষকের সহায়তা না, সবচেয়ে বেশী অবদান তারা নিজেরাই রাখতে পারে। আপনার বাচ্চা কি পড়াশোনার জন্য যথেষ্ট সময় ব্যয় করছে? তাদেরকে বোঝার এবং উৎসাহিত করুন যাতে করে তারা নিজেরাই পড়তে বসে এবং নিজের পড়া নিজে তৈরী করতে পারে। তাকে বলুন সে যদি চায় এবং চেষ্টা করে তবে অবশ্যই ভালো ফলাফল অর্জন করতে পারবে।

২. বাচ্চাদের বুঝতে সাহায্য করুন যে পড়াশোনা একটা প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাদেরকে বোঝান কিভাবে সমাজ, গণিত, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে তাদের ব্যবহারিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। তাদেরকে পড়ার মাঝে মাঝে পঠিত বিষয়ে বোঝার জন্য জীবন ঘনিষ্ঠ উদাহরণ দিন যাতে তারা উপলব্ধি করতে পারে যে পড়াশোনাটা তাদের জীবন ধারণের জন্য দরকার। এ বিষয়টা নিশ্চিত করা বেশী দরকার যে তাদের বাবা মার কাছে ও পড়াশোটা যখন গুরুত্বপূর্ণ।

৩. বাচ্চাদের পড়াশোনার লক্ষ্য ও পরিকল্পনা তৈরীতে সাহায্য করুণ পড়াশোনার একটি দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য হল ভালো মানুষ হওয়া বা জীবনের প্রতিষ্ঠিত হওয়া বা ভালো চাকুরী পাওয়া। আর স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য হতে পারে গণিতে ৮০% এর উপরে নম্বর পাওয়া। বাচ্চাদের বোঝান যে সবচেয়ে ভালো লক্ষ্য হল সঠিকভাবে পড়ার বা পঠিত বিষয়টা আয়ত্ব করা ভালো নম্বর পাওয়া না বাচ্চারা তখনই ভালোভাবে লিখবে যখন বাবা মা ক্রমাগত এই বিষয়টা বোঝাতে থাকবেন।

৪. পড়াশোনাকে আনন্দদায়ক করে তুলতে বাচ্চাকে সাহায্য করুন– শিক্ষণ একটি স্বত:স্ফূর্ত কাজ। আমরা সবাই কোন একটি বিষয়ে খুব আনন্দ এবং আগ্রহ সহকারে পড়ে থাকি যেমন- মনীষীদের জীবনী, খেলাধুলা বা একাডেমিক বিষয় যেমন- অংক বা বিজ্ঞান। আমরা আমাদের বাচ্চাদের সাহায্য করতে পারি যাতে তারা তাদের বিষয়ের সাথে অন্য বিষয়গুলো সম্পর্কিত করতে পারে। বাচ্চারা যখন একটি নির্দিষ্ট বিষয় অপছন্দ করে তখন সেটা তাদের কাছে আনন্দদায়ক কার তুলতে হবে বা নিদেন পক্ষে কম অপছন্দনীয় কারে তুলতে পারি যেমন বাচ্চা আধঘন্টা অপছন্দনীয় বিষয় পড়লে পরবর্তী আধঘন্টা খেলতে পারবে বা পছন্দনীয় কাজ করতে পারেব।

বাচ্চাদের হোম ও মার্ক বা পড়া ভালোভাবে সফল করার জন্য পরিকল্পনা করতে সাহায্য করুন বাচ্চাদের মধ্যে যারা মাধ্যমিক স্তরে পড়ছে তাদের নিম্মোক্ত চারটি ধাপ শেখানো যেতে পারে-

(ক) পড়াশোনার পরিকল্পনা ঠিক ঠিকভাবে জানতে হবে এবং স্পষ্ট করে লিখতে হবে কখন কোথায় এবং কিভাবে তারা পড়া বা নির্দিষ্ট কোন হোমওয়ার্ক সম্পন্ন করবে।

(খ) পড়া শেষ করে তারা নিজেদেরকে প্রশ্ন করবে-

- আমি কিভাবে বুঝতে পারলাম আমার পড়া ভালোভাবে শেষ হয়েছে?
- আমার পড়া যে শেষ হল সেটা আমি কিভাবে পরীক্ষা করলাম?
- পড়াশোনার প্রতি আমার আগ্রহ আমি কিভাবে ধারে রাখতে পারি?
- আমি কতটা সময় পড়াশোনার জন্য পরিকল্পনা করেছিলাম?
- আমি সত্যিকার অর্থে কতটা সময় আজকে পড়তে পেরেছি।
- আমি কি আমার ক্লাসের জন্য প্রস্তুত?
- আমি কি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত?
- আমি এই পরীক্ষার কত নম্বর আসা করতে পারি?

(গ) শিক্ষার মূল পরিকল্পনা ও প্রশ্নগুলোর উত্তর মিলিয়ে দেখতে হবে পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে । পড়ার কোন কৌশলগুলো তোমার জন্য ভালো এবং কোন গুলো ভালো না তা নির্ধারিণ করতে হবে।

(ঘ) পরবর্তী পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে।

৬। শিক্ষণের জন্য সহায়ক পরিবেশ দিন বাচ্চাদের। বাচ্চাদের জন্য হোমওয়ার্ক শেষ করাটা একটা আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতায় পরিণত করতে হবে। বাড়িতে পড়ার জন্য নিদির্ষ্ট সময় স্থান ঠিক রাখতে হবে। আপনার বাচ্চা দিনের কোন সময় বেশী মনোযোগ দিতে পারে সেটা বিবেচনা করে পড়ার সময় নির্ধারিণ করতে হবে। বাচ্চার মনোযোগ বিঘ্নিত হয় এমন জিনিষগুলো এখন টেলিফোন টেলিভিশন বন্ধ রাখতে হবে। বাচ্চার পড়ার সময় টিতে অন্য কাজ না করে পড়াশুনার মত কাজগুলো করলে যেমন ম্যাগাজিন করা, বাচ্চার বই খাতা খুলে নেড়ে চেড়ে দেখা ইত্যাদি করলে বাচ্চাও উৎসাহ পাবে।

৭। বাসার এবং স্কুলের মধ্যে সংযোগ ঘটাতে উৎসাহ দিব। স্কুলে যা শিখলো তা যেন বাসায় ব্যবহারিক উপায়ে পুন:শিক্ষন করতে পারে, শিক্ষকের সাথে অভিভাবকদের নিয়মিত যোগাযোগ যেন থাকে এই বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে।

বাচ্চাদের শিক্ষনের কার্যকরী কৌশগুলো শিখাতে হবে:

সাংগঠনিক ক্ষমতা বাড়ানো-

- বাড়িতে পড়ার জিনিসগুলো নির্দিষ্ট স্থানে রাখা
- শিক্ষণের উপকরণ গুলো যেন বাড়তি কেনা থাকে যাতে বাচ্চা চাইলেই আপনি তা দিতে পারেন; তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কখনই দিবেন না এতে তাদের জিনিষ নষ্ট করার প্রবণতা বেড়ে যেতে পারে।
- তাদেরকে উৎসাহ দিনস যাতে তারা তাদের পড়াশোনার জিনিসগণ, জায়গাটি সময় পরিষ্কার পরিছন্ন রাখে।

বাচ্চাদের উৎসাহ দিন যাতে তারা তাদের পড়াশুনা জিনিস পত্র জায়গায় টি সবসময় পরিস্কার পরিছিন্ন করে রাখে।

- বাচ্চাদের উৎসাহ দিন যাতে তারা বড় হোমওয়ার্ক গুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে ছোট করে শেষ করতে পারে।
- পড়া শেখার পাশাপাশি সময় নিয়ন্ত্রনের বিষয়টিও তাদের বোঝান যাতে তারা হোমওয়ার্ক নিদিষ্ট সময়ে শেষ করতে পারে এবং পরীক্ষার দিন সময়মতো সব লিখে শেষ করতে পারে।

শোনার দক্ষতা বাড়ানো:

- জীবনঘনিষ্ট উদাহরণ দিন যাতে তাদের পড়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারে।
- আপনি যখন নিদিশনা দেবেন খেয়াল করুন তার যেন মন দিয়ে শোনে
- ভিজুয়াল জিনিষ দিয়ে পড়া বোঝান
- ভুগোল পড়ার সময় ম্যাপ দেখান

পড়ার দক্ষতা বাড়ানো-

- বাচ্চাদের মূল পড়ায় ঢোকার আগে একবার পুরো বিষয়ের মূল পয়েন্ট গুলো দেখে নিতে বলেন।
- পড়ার সময় নোট রাখার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। যেমন যেগুলো বুঝতে পেড়েছে সেগুলো ০ পূর্ণচন্দ্র এঁকে বুঝাবে যা বুঝতে পারেনি তা অর্ধচন্দ্র এঁকে নিদিষ্ট করতে বলুন।

সাবিহা জাহান, চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী, বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়